নম্রতা

নবী মুহাম্মদ্ তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে মানুষকে উঠে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন। তিনি জন সমাবেশের মধ্যে যে কোন জায়গায় বসে পড়তেন এবং কখনই উঁচু বা বিশিষ্ট স্থানের জন্য বলতেন না। তিনি কখনই এমন কিছু পরিধান করতেন না যাতে করে তাঁকে তাঁর সহচরদের থেকে উচ্চ পর্যায়ের বলে মনে হতো। তিনি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থদের সাথে মিশে থাকতেন; তিনি বৃদ্ধদের সাথে বসতেন এবং বিধবাদের সাহায্য করতেন। তিনি তাঁর সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন যে তোমরা অবশ্যই বিনয়ী ও নম্র হবে। তোমরা একে অন্যের উপর দম্ভ করবে না এবং একে অন্যের উপর অত্যাচার করবে না।" এই রকমই ছিল তাঁর নম্রতা। তিনি আল্লাহর নিকটে প্রার্থনার সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। তিনি মানব সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমরা আমার প্রশংসায় আধিক্যতা করো না যেভাবে খ্রীষ্টানরা মরিয়ম পুত্র ঈশার প্রশংসায় করেছে। আমি কেবলমাত্র প্রতিপালকের দাস; তাই তোমরা আমাকে বলোঃ আল্লাহর দাস এবং তাঁর প্রেরিত দূত।"

> পরম করুণাময়ের উপাসক (বান্দা) তারাই যারা নম্রভাবে পৃথিবীতে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে তখন তারা বলেঃ 'সালাম' (শান্তি)। (কুরান ২৫:৬৩)

আদর্শ স্বামী

নবীর প্রিয় স্ত্রী আয়েশা, তাঁর মহান স্বামী সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি গৃহের কাজে সাহায্য করতেন এবং নিজের পোষাক নিজেই সেলাই করতেন, নিজের জুতো মেরামত করতেন। তিনি তাঁর গৃহপালিত প্রাণীর দুধ দোহন করতেন, সেগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং তাদের খাওয়াতেন।" তিনি কেবমাত্র অনুরক্ত স্বামীই ছিলেন না বরং তিনি তাঁর সহচরদের উৎসাহিত করেছেন তাঁর নমুনা অনুসরণ করতে।

> "তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে অবস্থান কর।" (কুরান ৪:১৯)

"বিশ্বাসীদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম হল তারা, যাদের নীতি নৈতিকতাই সবথেকে উত্তম। এবং তাদের মধ্যে সবথেকে উত্তম হল তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে

আদর্শ নিদর্শন

> নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর রয়েছ। (কুরান ৬৮:৪)

মুহাম্মদ্ এর চারিত্রিক গুণাবলী দেখে আশ্চর্য হতে হয়। যাবতীয় সৎ গুণাবলীর এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় তাঁর চরিত্রের মধ্যে। তিনি ছিলেন দানশীলতা, সহৃদয়তা, ক্ষমাশীলতা, ভদ্রতা, নম্রতা সহ যাবতীয় সৎ গুণাবলীর এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে, আমাদের জানা উচিত কুর আনকে এবং মুহাম্মদ্ এর বাণী সমূহ ও তাঁর কর্মসমূহকে। মুষ্ঠিমেয় কিছু মুসলিমের কর্মের দ্বারা ইসলামকে বিচার করা অনুচিত। কেবলমাত্র মুহাম্মদ্ এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণের মধ্যে দিয়েই পৃথিবীতে আসতে পারে শান্তি ও প্রগতি।

অমুসলিমদের অভিমত

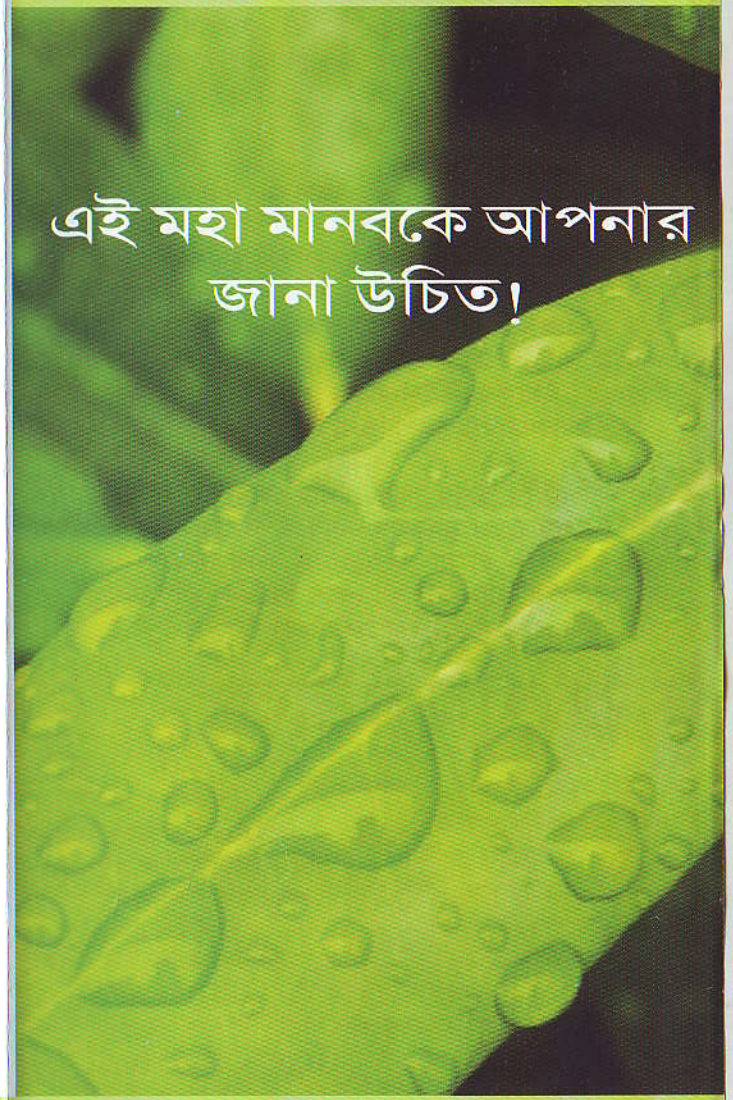
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা গান্ধীজী মন্তব্য করেছেন, "মুহাম্মদের সরলতা, দৃঢ়তা, নির্লিপ্ততা, শপথের সতর্কতা, বন্ধু ও অনুগামীদের প্রতি অনুরক্ততা, নির্ভীকতা, আল্লাহর প্রতি অটল বিশ্বাস ও কর্তব্যের প্রতি দৃঢ়তা তাঁকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করেছে।"

বিখ্যাত বৃটিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ ঘোষণা করেছেন, "পৃথিবীতে ভীষণভাবে প্রয়োজন মুহাম্মদ্ ত্রর মতো একজন মানুষকে। মধ্যযুগের তথাকথিত ধার্মিক মানুষেরা তাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারাছন্নতার কারণে তাঁকে খ্রীষ্টানদের শত্রু হিসাবে খুবই নোংরাভাবে চিত্রিত করেছে। কিন্তু এই মানুষটির কাহিনী জানার পর আমি তাঁকে খুঁজে পেলাম এক বিস্ময়কর ব্যক্তি হিসাবে। এবং আমি উপসংহারে এসে বলতে চাই যে, তিনি কখনই খ্রীষ্টানদের শত্রু ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন মানবতার রক্ষক। আমার মতে আজকের দিনে যদি তাঁকে পৃথিবী শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করা হতো, তাহলে তিনি আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দিতেন এবং শান্তি ও সুখের নিরাপত্তা প্রদান করতেন; যার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করছে।"

Receive FREE copy of Quran
Call / SMS / Email / Visit us
98 3631 5658 ExploreIslam101@gmail.com www.ExploreIslam.in

মুহাম্মদ্

(তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)



explore Islam
Peace . Mercy . Eternal Bliss

মুহাম্মদ্ কে?
(তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরন করে, তাদের জন্য আল্লাহর রসুল (মুহাম্মদ) -এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (কুরান ৩৩:২১)

তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি প্রচার করেছিলেন একটি ধর্ম যা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আরব দেশের মক্কা শহরে কুরায়েশ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ এবং মায়ের নাম আমিনা। তিনি (মুহাম্মদ) চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহর দূত অর্থাৎ নবী হিসাবে মনোনীত হন। তিনি হলেন শেষ নবী। আল্লাহ নবীদের প্রেরণ করেছিলেন এক আল্লাহর উপাসনা ও আনুগত্য করার জন্য। কয়েকজন বিশিষ্ট নবী হলেন আদম, নূহ, ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, দাউদ, মুসা, সুলাইমান, ইসা (তাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।

মুহাম্মদ্ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) হলেন আল্লাহর প্রেরিত শেষ দূত। মুহাম্মদ্ -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র গ্রন্থ আল-কুর'আন। তিনি মানুষকে কুর'আনের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনের বাণী সমূহের বাস্তবায়ন।

অনুগ্রহর ব্রত

আমি (আল্লাহ) তো তোমাকে(মুহাম্মদ) বিশ্বজগতের প্রতি শুধু অনুগ্রহরূপেই প্রেরণ করেছি। (কুরান ২১:১০৭)

নবী মুহাম্মদ্ মানুষকে আহ্বান করেছেন প্রার্থনা করতে, দান করতে, সেই সাথে তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকার দরুন অন্যের সাথে ভাল আচরণ করতে। তিনি বলেছেন, ''তোমাদের মধ্যে উত্তম হল সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সব থেকে ভাল।''

মুহাম্মদ্ - এর অনেক বাণী বিশ্বাস এবং কর্মের মধ্যে সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উদাহরণস্বরূপঃ '' যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং বিচার দিবসে বিশ্বাস করে সে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেবে না, সে তার অতিথির সঙ্গে

শেষ রসুল মুহাম্মদ্ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে এবং একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে।

''যে ব্যক্তি অন্যকে অনুগ্রহ করে না তাকেও অনুগ্রহ করা হবে না।'' অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, কিছু মানুষ নবীকে (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) অনুরোধ করেছিল অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটে আবেদন করতে, কিন্তু তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''আমাকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়নি আমাকে অনুগ্রহ স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে।''

প্রদত্ত

তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে; তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (কুরান ২৪:২২)

নবী মুহাম্মদ্ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও মহৎ ব্যক্তি। যদি কোনো ব্যক্তি তাকে গালি দিত, তিনি তাকে ক্ষমা করে দিতেন। যদি কোনো ব্যক্তি তার সাথে খারাপ আচরণ করত, তিনি ধৈর্য্য ধারণ করতেন। বিশেষ করে তাঁর হাতে যখন ক্ষমতা ছিল তখন তিনি আরও বেশি কোমলতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন । মুহাম্মদ্ ছিলেন ক্ষমাশীলতার ও সহৃদয়তার উত্তম নিদর্শন, যা কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে '' হে নবী! তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকেদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।'' (কুরআন-৭:১৯৯)

সমতা

''তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ ভীরু।'' (কুরান ৮৯:১৩)

নিম্নোক্ত বাণীতে নবী শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। ''সমগ্র মানব সম্প্রদায় আদম থেকে সৃষ্টি আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। একজন আরব সম্ভ্রদায়ভূক্ত একজন অনারবীয় থেকে উত্তম নন, না একজন শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের থেকে উত্তম; ধার্মিকতা ব্যতিত।'' '' সৃষ্টিকর্তা তোমাদের বাহ্যিকরূপ এবং তোমাদের সম্পদ দ্বারা তোমাদেরকে বিচার করেন না, বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরসমূহ ও তোমাদের কর্মসমূহ।''

একদা নবীর এক সহচর অপর এক সহচরকে ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছিলেন, '' কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার সন্তান''। তখন নবী রেগে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, '' তুমি তাকে নিন্দা করছো তার মায়ের কৃষ্ণাঙ্গতার কারণে? তোমার মধ্যে

সহিষ্ণুতা:

ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (কুরান ৪১:৩৪)

''তোমাদের উচিত নয় তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা যারা তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, বরং তোমার উচিত তাদের সাথে ক্ষমা ও বিনয়ের সঙ্গে আচরণ করা।''

এই ভাবেই মুহাম্মদ্ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন কারো ব্যক্তিগত আক্রমণের এবং মন্দ আচরণের শিকার হলে। অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেগুলি থেকে জানা যায় মুহাম্মদ্ শত্রুদের উপর অনেকবার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়েও তা থেকে বিরত থেকেছেন।

তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করার। '' প্রকৃত শক্তিশালী সে নয় যে মানুষের উপর বিজয় লাভ করে, বরং সেই প্রকৃত শক্তিশালী যে ক্রোধের অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।'' ধৈর্য ধারণ করা এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার অর্থ এই নয় যে একজন মুসলিম আক্রমণের শিকার হলে নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং আত্মরক্ষা করবে না। নবী মুহাম্মদ্ বর্ণনা করেছেন যে, ''শত্রুদের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচছা পোষণ করো না, কিন্তু যখন শত্রুদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন ধৈর্য্য ধারণ করবে (অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে তাদের মুখোমুখী হবে)।''

ভদ্রতা

আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; এবং তুমি যদি কর্কশভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তবে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংসর্গ থেকে দূরে থাকতো। কুরান (৩:১৫৯)

দশ বছর যাবৎ মুহাম্মদ্ এর সাথে থাকা এক সহচর বলেন যে, তিনি ছিলেন সর্বদা ভদ্র প্রকৃতির ব্যক্তি। ''যখন আমি কিছু করতাম তখন আমি কিভাবে কাজটি করলাম তা নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতেন না এবং যখন কিছু করতাম না তখনও তিনি আমাকে কাজ টি না করার জন্য কোন প্রশ্ন করতেন না। তিনি ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে সহৃদয় ব্যক্তি।''